



## 305015 - ইহরামের পোশাকের বশেষিটয এবং পায়রে গঢ়ে কনোট?

### পরশন

হজ্জে অনুমোদতি জুতার ক্ষতেরে হানাফী মাযহাবরে আলমেগণ বলনে; বশেষিতঃ ইমাম মুহাম্মদ আল-হাসান আশ-শাইবানী: পায়রে গঢ়ে হচ্ছ- পায়রে গঢ়োলি। এর কারণ হচ্ছ কেعب শব্দ দ্বারা সমানভাবে পায়রে গঢ়ে ও গঢ়োলকি বুঝানো হয়। তাই এ মাসয়ালায় পায়রে গঢ়োলি বুঝলে এ সংক্রান্ত সতর্কতা হবে বড় মাত্রায় তা এভাবে যে, ইহরাম অবস্থায় পুরুষরে জন্য যে জুতা পরা জায়যে হবে সে জুতায় কবেল এ অংশদ্বয় খোলা থাকা আবশ্যক হবে। মালকৌ, শাফয়ৌ ও হাম্বলী মাযহাবগুলোর নকিট ইহরাম অবস্থায় জুতা পরধান করলে জুতার কোন অংশ খোলা রাখা আবশ্যক? আশা করি রফোরনেসগুলো উল্লেখ করবনে স্বভাবতঃ আপনি যভোবে করে থাকনে। ইহরামরে জন্য সাদা কাপড় পরধান করার কোন পদ্ধতির কথা কি সুন্নাহ-তে আছে?

### পরয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুহরমি ব্যক্তিকী ধরণরে কাপড় পরধান করবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে মোজা পরধান করবে। কনিতু মোজার কেعب (গঢ়ে)-এর নমিনাংশ থেকে কর্তন করতে হবে।"[সহহি বুখারী (১৫৪৩) ও সহহি মুসলমি (১১৭৭)]

হানাফি মাযহাবরে আলমেগণ কেعب শব্দরে অর্থ করছেন: জুতার ফতির নকিটে পায়রে পাতার বুক ও মধ্যভাগ। আর মালকৌ, শাফয়ৌ ও হাম্বলী মাযহাবরে আলমেগণরে নকিট কেعب হচ্ছ- পায়রে গঢ়োলরি সাথে পায়রে নলার সংযোগস্থলরে নকিটস্থ স্ফীত হাড়ডি।

'আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িয়া'-তে (২/১৫৩) এসছে:

"যে ব্যক্তি জুতা পায়নি: সে পায়রে কেعب (গঢ়ে/গঢ়োলি)-এর নমিনাংশ থেকে মোজাককে কটে পরধান করবে; যভোবে হাদসিরে সরাসরি ভাষ্যে এসছে। এটি তিনি মাযহাব (হানাফী, মালকৌ, শাফয়ৌ)-এর অভমিত এবং ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণতি একটি বর্ণনা।



জমহুর আলমেগণ যার নমিনাংশ থেকে মোজা কাটতে হবে সে **كعب** শব্দরে ব্যাখ্যা করছেন: এমন দুটো স্ফীত হাড্ডি যিগেলো পায়রে নলার সাথে গোড়ালরি সংযোগস্থলরে নকিটে অবস্থতি।

আর হানাফী মায়হাবরে আলমেগণ এর ব্যাখ্যা করছেন: এটি পায়রে পাতার মধ্যবর্তী জুতার ফতার নকিটস্থ একটা সংযোগস্থল। এ অভিমতরে যুক্তি হল: যহেতে য়ে কোন স্ফীত জনিসিকে **كعب** বলা যায় তাই সতর্কতামূলক এটাকে **كعب** হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ছে।"[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

"হাদসিরে বাণী: তবে মোজার **كعب** (গোছ)-এর নমিনাংশ থেকে কর্তন করতে হবে: 'ইলম' অধ্যায়ে পূর্বকোক্ত ইবনে আবু য'বি-এর রেওয়াজতে রয়েছে য়ে, **حتى يكونا تحت الكعبين** (অনুবাদ: যাতে করে **كعب** এর নীচে থাকে)। উদ্দেশ্যে হচ্ছ- ইহরাম অবস্থায় **كعب** দুইটা খোলা রাখা। আর সে দুটা হচ্ছ পায়রে নলা ও গোড়ালরি নকিটস্থ স্ফীত দুটো হাড্ডি। এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে য়া ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করছেন, জারীর থেকে, তিনি হিশাম বনি উরওয়া থেকে, তিনি তার পতি থেকে, তিনি বলনে: "যদি কোন মুহরমিরে মোজা পরা ছাড়া গতযন্তর না থাকে তাহলে সে মোজার পৃষ্ঠদ্বয় ছুঁড়ে ফলেবে এবং মোজাদ্বয়রে এতটুকু পরমাণ রাখবে যাতে করে তার পদদ্বয় সটোকৈ ধরে রাখে।"

হানাফী মায়হাবরে আলমেদরে মধ্য মুহাম্মদ বনি হাসান ও তাকে য়ারা অনুসরণ করছেন তাদের মতে: এখানে **كعب** হচ্ছ এমন একটা হাড্ডি যা পায়রে পাতার মধ্যবর্তী জুতার ফতার নকিটবর্তী। কটে কটে বলছেন: ভাষাভাষীদরে নকিট এই অর্থ অজানা। কটে কটে বলছেন: এটি মুহাম্মদ (রহঃ) থেকে সাব্যস্ত নয়। তাঁর থেকে এটি বর্ণতি হওয়ার কারণ হল হিশাম বনি উবাইদুল্লাহ আল-রাযা শুনছিলনে যখন মুহাম্মদ বনি হাসান 'মুহরমি যদি জুতা না পায় তাহলে মোজা কর্তন করতে হবে' এ মাসয়ালা আলোচনা করছিলনে। তখন মুহাম্মদ তার হাত দিয়ে কর্তন করার স্থানরে দকিইঙগতি করছেন। আর হিশাম এটাকে পবিত্রতা অর্জনরে ক্ষত্রে পা ধৌত করার স্থান হিসেবে বর্ণনা করছেন।

এভাবে ইবনে বাত্‌তালরে মত য়ারা আবু হানাফি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করছেন য়ে, তিনি বলছেন: '**كعب** হচ্ছ পদপৃষ্ঠরে উঁচু অংশ' তাদেরকো প্রত্যুত্তর দয়ো যায়। এই অভিমত মুহাম্মদ বনি হাসান থেকে সহি সূত্রে সাব্যস্ত হয়ছে ধরে নলিও এটি আবু হানাফি (রহঃ) এর উক্তি হওয়া অনবির্য় নয়।[ফাতহুল বারী (৩/৪০৩) থেকে সমাপ্ত]

অধিকাংশ আলমে য়ে অভিমত ব্যক্ত করছেন সটোই সঠিক এবং সে মতরে উপর অধিকাংশ ভাষাবদি রয়েছে।

আল-ওয়াহদি বলনে: "যারা বলছেন য়ে, **كعب** পদপৃষ্ঠ; তাদের এ কথার উপর নর্ভর করা যায় না। কারণ এ অভিমত ভাষা, ইতিহাস ও মানুষরে ঐক্যমতরে গণ্ডি বহর্ভূত।"[আল-বাসীত (৭/২৮৫) থেকে সমাপ্ত]



দুই:

সুননত হচ্ছে হজ্জ-উমরা পালনচেছু ব্যক্তি চাদর ও লুঙা পরে ইহরাম করবনে।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে ডেকে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুহরমি ব্যক্তি কোন ধরণে কাপড় পরহির করবে? তিনি বললেন: সে পায়জামা, জামা, টুপি, পাগড়ী পরবে না। যে কাপড়ে জাফরান কথ্বা ওয়ারস (একজাতীয় সুগন্ধি উদ্ভিদ) মাখানো হয়েছে সে কাপড় পরবে না। তোমাদের কটে যনে একটি izar (লুঙা) ও ʿadā (চাদর)- তে ইহরাম বাঁধে।" [মুসনাদে আহমাদ (৮/৫০০); মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহহি বলছেন এবং শাইখ আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি গ্রন্থে (৪/২৯৩) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

ʿadā (চাদর): এমন এক টুকরা কাপড় যা শরীরের উপরে অংশে পরিধান করা হয়। এটি পরার পদ্ধতি হল: এটি কাঁধে উপর রাখা হয়; আর এর প্রান্তদ্বয় বুকুর উপরে থাকে।

আর izar (লুঙা): শরীরের নম্বিনাংশ যটো দিয়ে পঁচোনো হয়।

যুবাইদি (রহঃ) বলেন: "izar শব্দটি যের দিয়ে পড়তে হয়। এটি সুপরিচিত। তা হচ্ছে— তহবন। কোন কোন বরিল শব্দে ব্যাখ্যাকার এভাবে ব্যাখ্যা করছেন: যা দিয়ে শরীরের নম্বিনাংশ ঢাকা হয়। ʿadā হচ্ছে— যা দিয়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ ঢাকা হয়। এর কোনটি মাখিত নয় (শরীরের আদলে সলোইকৃত নয়)। কটে কটে বলছেন: izar হচ্ছে— যা ঘাড়ের নীচে নম্বিন মধ্যবর্তী অংশে থাকে। আর ʿadā হচ্ছে— যা ঘাড় ও পিঠের উপরে থাকে। কটে কটে বলছেন: izar হচ্ছে— যা দহেরে নম্বিনাংশকে ঢেকে রাখে এবং সলোইকৃত নয়। এর প্রত্যেকেটিই সঠিক..." [তাজুল আরুস (১০/৪৩) থেকে সমাপ্ত]

ইহরামের পোশাক সাদা রঙের হওয়া শর্ত নয়। তবে সাদা রঙের হওয়া মুস্তাহাব এবং মুসলমানরো এর উপর আমল করে আসছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"মুস্তাহাব হচ্ছে— দুটো পরস্কার কাপড়ে ইহরাম বাঁধা। যদি সাদা হয় তাহলে সেটো উত্তম...। সাদা রঙের কাপড়ে ও বধৈ অন্য রঙের কাপড়েও ইহরাম বাঁধা জায়যে আছে।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৬/১০৯)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"দুটো পরস্কার কাপড় হওয়া মুস্তাহাব; হয়তবা নতুন কাপড়; কথ্বা ধোয়া কাপড়। কেননা আমরা তার শরীর পরস্কার- পরচ্ছিন্ন হওয়াকে পছন্দ করছি; সুতরাং তার পোশাকেরে ব্যাপারে কভাবে নয়; জুমার নামাযে গমনকারী ব্যক্তির মত।



উত্তম হচ্ছো কাপড়দ্বয় সাদা রঙের হওয়া। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছো- সাদা। তোমাদের মধ্যে যারা জীবতি আছে তাদেরকে এটা পরাও এবং তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে এর মধ্যে দাফন কর।[আল-মুগনী (৫/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।